165

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা

যে কোন দেশ বা জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিক্ষা। এজন্য সব দেশে শিক্ষার উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষাকে অবহেলা করে কোন জাতি দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে না- এই সত্য বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও উপলব্ধি করতে পেরেছে; তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। এসবের ফলে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, বাংলাদেশের মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। দেশে কোন অশিক্ষিত লোক থাকবে না। এই আশার আলোকেই সরকার দু'হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অর্থাৎ সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মকর্তা এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছেন এবং সরকার এ কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন বলে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব চিত্র আগের চেয়ে খুব উন্নত কিছু বলা যাবে না। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে দু'হাজার সালের মধ্যে দূরের কথা, পরবর্তী শতাব্দীর কত বছরের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা'র ব্যবস্থা সম্ভব হবে তা বলা যাচ্ছে না। সর্বশেষ গত সোমবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদে একথা যে সঠিক তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ''উত্তরাঞ্চলের ১১৩৬৫টি গ্রামে কোন প্রাইমারী স্কুল নেই'' শীর্ষক এই সংবাদে বলা হয়েছে, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২৪টি থানায় ২৩ হাজার ৪৯৪টি গ্রামের মধ্যে ১১ হাজার ৩৬৫টি গ্রামেই কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় ৯ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। প্রতিবেদনে সরকারী পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেই এই তথ্য দেয়া হয়েছে। এতে কোন্ জেলার কয়টি থানার কত গ্রামে প্রাইমারী স্কুল নেই এবং এর ফলে মোট কত শিশু স্কুলে যেতে পারছে না তার সংখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি থানার ১ হাজার ৭৫টি গ্রামের মধ্যে ৫৮৭টি গ্রামে কোন স্কুল নেই। ফলে ২৮ হাজার ৪৪০টি শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। গত ৯ ডিসেম্বর আরেকটি পত্রিকায় ''উত্তরাঞ্চলে ১৭ লাখের বেশি শিশু স্কুলে যেতে পারছে না'' শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তা আরও উদ্বেগজনক। এই সংবাদে বলা হয়, এই অঞ্চলে ৬ থেকে ১৩ বছর বয়সী স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বয়সের শিশুর সংখ্যা ৪২ লাখ ৩১ হাজার। এর মধ্যে ১৯ লাখ ৭২ হাজার বালিকা। ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার শিশু স্কুলে ভর্তি হয়। দু'এক ক্লাসে পড়ার পর এদের থেকে ৮ লাখ ৪৭ হাজার দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে স্কুল ত্যাগ করে। ফলে সব মিলিয়ে ১৭ লাখ ৪১ হাজার শিশু শিক্ষাজীবন থেকে বাদ পড়েছে।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল না থাকা এবং দারিদ্র্যের জন্য শিশুদের স্কুলত্যাগ শুধু যে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে চলছে তা নয়। দেশের সব এলাকায় একই অবস্থা। ৫ ডিসেম্বর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল ''আথাউড়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত''। এতে বলা হয়, এই থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সরকারী হিসাবে ১৮ হাজার ২৬। বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫টি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ১৫ হাজার ১শ' ৮২। বিভিন্ন কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসে না। সব মিলিয়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যে চরম দুরবস্থা চলছে একথা সত্য। এমন কোন সমস্যার নাম করা যাবে না যা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা মুক্ত আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল নেই, স্কুলগৃহ আছে চেয়ার-টেবিল নেই, শিক্ষক নেই, কোন এলাকার স্কুলগৃহ নদীভাঙ্গনের শিকার হলে সেই স্কুল আর নির্মিত না হওয়া, শিক্ষকদের মাসের পর মাস বেতন না পাওয়া বর্তমানে প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে আছে। গত ৪ ডিসেম্বর একটি পত্রিকার এক সংবাদে বলা হয়েছে, শুধু চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা মিলিয়ে ৪ হাজার পদ কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার পদই খালি পড়ে আছে ৩ হাজার ৫শ'রও বেশি। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য প্রায় ১৩শ'। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিভাগীয় কার্যালয়ে শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা অফিসার, টিইও, এটিইওসহ থানা পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর শূন্য পদের সংখ্যা প্রায় ৫শ'। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও মারাত্মক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের ২শ'রও বেশি স্কুল চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে। ২জন শিক্ষক দিয়ে চলছে শতাধিক স্কুল। শেরপুরের ৭৮টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের ৬টিতে দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রধান শিক্ষক নেই, এমনি অবস্থা কমবেশি দেশের প্রত্যেকটি এলকায় বিরাজ করছে।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অবস্থাও করুণ। অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় গমের বরাদ্দ না থাকায় মাত্র চার মাস পূর্বে চালুকৃত এই কর্মসূচী ভেস্তে যেতে বসেছে। অনেক স্থানে এক মাস ছাত্রছাত্রীদের গম দেয়া হয়েছে কিন্তু পরবর্তী মাসগুলোতে কোন বরাদ্দ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা গম পাচ্ছে না। ফলে এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যেতে শুরু হয়েছে। চলতি বাজেটে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী খাতে ১ লাখ টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে এই গম নিয়ে অনিয়মের ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে দেশের গ্রামাঞ্চলের গরিব ঘরের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ও সুযোগ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হতে বসেছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায়, সরকার দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে তা সফল হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। বিশেষজ্ঞ মহলের এ ব্যাপারে অভিমত হচ্ছে, গৃহীত কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে সরকারকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসন কার্যক্রমকে অনেক বেশি শক্তিশালী করতে হবে এবং অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে। অন্যথায় সকল উদ্যোগ-আয়োজন ও অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হতে বাধ্য।